শুদ্ধ বানান

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পুণর্গঠন	পুনর্গঠন
পুণর্বাসন	পুনর্বাসন
মহিয়সী	মহীয়সী
কোস্ট	কোষ্ঠ
শারিরীক	শারীরিক
দুর্বা	দূর্বা
দূর্গা	দুর্গা
ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মণ
পৈত্রিক	পৈতৃক
লবন	লবণ
ঝর্ণা	ঝরনা
নুতন	নূতন
নুপুর	নূপুর

সুসম	সুষম
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
মধ্যাহ্	মধ্যাহ্ন
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
সায়া	সায়াহ্ন
শুশ্রুসা	শুশ্রূষা
বীণাপানি	বীণাপাণি
সান্তনা / স্বান্তনা	সান্তনা
নৃশংশ	নৃশংস
অংশিদার	অংশীদার
মুমূর্ষু	মুমূর্ষু
অধস্তন	অধস্তন
পটিয়সী	পটীয়সী
ফার্ণিচার	ফার্নিচার
কর্ণেল	কর্নেল
মাতৃসসা	মাতৃষ্বসা (খালা)

পরগণা	পরগনা
ফটোষ্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট
বিভিষিকা	বিভীষিকা
পিপিলিকা	পিপীলিকা
ভূরিভূরি	ভুরিভুরি
ব্যার্থ	ব্যর্থ
কনিকা	কণিকা
বিদ্রুপ	বিদ্রুপ
বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
ডাষ্টবিন	ডাস্টবিন
প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
রুপায়ন	রূপায়ণ
সুস্থ্য	সুস্থ
সত্ব	স্বত্ব (মালিকানা)
সত্ত/ সত্ত	সত্ত্ব (বিদ্যমান)

প্রাষঙ্গিক	প্রাসঙ্গিক
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
মহত্ব	মহত্ত্ব
প্রত্যুষ	প্রত্যুষ
বৃহ্য	ব্যুহ
সমীরন	সমীরণ
ব্যাস্ত	ব্যস্ত
ব্যাগ্র	ব্যগ্র
ব্যধি	ব্যাধি
নিশিথ	নিশীথ
নিশিথিনি	নিশীথিনী
শশান	শ্মশান
মনিষী	মনীষী
ছাত্র ছাত্রীগণ	ছাত্রছাত্রী
কৌতুহল	কৌতূহল
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ

সমীচিন	সমীচীন
সুপারিস	সুপারিশ
গরিয়সী	গরীয়সী
মূহুর্ত	মুহূর্ত
মরিচিকা	মরীচিকা
জীবীকা	জীবিকা
ষ্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম
শ্রমজীবি	শ্রমজীবী
আইনজীবি	আইনজীবী
পরজীবী	পরজীবী
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী
স্বামীগৃহ	গৃহস্বামী
স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
দারিদ্রতা	দারিদ্র্য / দরিদ্র
প্রাত্যাহিক	প্রাত্যহিক
মরুদ্যান	মরূদ্যান

মনস্তত্ত	মনস্ত্ব
শ্বাশত	শাশ্বত
রামায়ন	রামায়ণ
মনকষ্ট	মনঃকষ্ট
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
খুন্নিবৃত্তি	ক্ষুন্নিবৃত্তি
স্বরস্বতী	সরস্বতী
আকাঙ্খ	আকাঙ্ক্ষা
বাল্মিকী	বাল্মীকি
নিরিহ	নিরীহ
অতিত	অতীত
বিশ্বস্থ	বিশ্বস্ত
অত্যাধিক	অত্যধিক
সৌহার্দ	সৌহার্দ্য
সামর্থ	সামর্থ্য
শষ্য	শস্য

ভাগিরথি	ভাগীরথী
দৌরাত্ম	দৌরাত্ম্য
জ্বাজ্বল্যমান	জাজ্বল্যমান
আপোষ	আপস
অরন্য	অরণ্য
দন্দু	দ্বন্দু
অন্তরীণ	অন্তরীণ
অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়
ব্যাতিত	ব্যতীত
নূন্যতম	ন্যূনতম
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ / ভ্রাতৃবৃন্দ
নিরব	নীরব
ভূবন	ভুবন
সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
ইদৃশ	ঈদৃশ
তারেন	তারেণ

দূরাবস্থা	দুরবস্থা
মুখস্ত	মুখস্থ
নিরহংকার	নিরহঙ্কার
প্রজ্জোলন	প্রজ্বলন।
মনোপুত	মনঃপূত
সন্ন্যাসি	সন্ন্যাসী
হরিতকি	হরীতকী
অবতরন	অবতরণ
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
গ্রামীন	গ্রামীণ
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
অদ্যবধি	অদ্যাবধি
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
সুপ্তিক	সৌপ্তিক
পুন্যাহ	পুণ্যাহ

সহযোগীতা	সহযোগিতা
মুহুর্মুহু	মুহুর্মুহু
কলংকিত	কলঙ্কিত
খ্রিষ্টান	খ্রিস্টান
খ্রিষ্টাব্দ	খ্রিস্টাব্দ
ততক্ষণাৎ	তৎক্ষণাৎ
তফাৎ	তফাত
নগন্য	নগণ্য
জ্বরাজীর্ণ	জরাজীর্ণ
পিচাশ	পিশাচ
উজ্জল	উজ্জ্বল
প্রজ্জলিত	প্রজ্বলিত
যোদ্ধাগণ	যোদ্ধাগণ
ধুলিস্যাৎ	ধূলিসাৎ
উচিৎ	উচিত
উপরোক্ত	উপযুক্ত

উচ্ছাস	উচ্ছাস
উপনিবেশিক	ঔপনিবেশিক
উশৃঙ্খল	উচ্ছল
উল্লেখিত	উল্লিখিত
একাকি	একাকী
কণক	কনক
আম্পদ	আস্পদ
গোস্পদ	গোষ্পদ
জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান
নির্ণিমেষ	নির্নিমেষ
বিদ্রুপ	বিদ্রুপ
বুভূক্ষু	বুভুক্ষু
বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
ডাস্টবিন	ডাস্টবিন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সুসম	সুষম
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
মধ্যাহ্	মধ্যাহ্ন
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
সায়া	সায়াহ্ন
শুশ্রুসা	শুশ্রূষা
বীণাপানি	বীণাপাণি
সান্তনা / স্বান্তনা	সান্তনা
নৃশংশ	নৃশংস
অংশিদার	অংশীদার
মুমূর্ষু	মুমূর্ষু
অধস্তন	অধস্তন
পটিয়সী	পটীয়সী
ফার্ণিচার	ফার্নিচার

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কর্ণেল	কর্নেল
পরগণা	পরগনা
ফটোষ্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট
বিভিষিকা	বিভীষিকা
পিপিলিকা	পিপীলিকা
ভূরিভূরি	ভুরিভুরি
ব্যার্থ	ব্যর্থ
বিদ্রুপ	বিদ্রুপ
বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
ডাষ্টবিন	ডাস্টবিন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
রুপায়ন	রূপায়ণ
সুস্থ্য	সুস্থ
প্রাষঙ্গিক	প্রাসঙ্গিক
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
মহত্ব	মহত্ত্ব
প্রত্যুষ	প্রত্যুষ
সামর্থ	সামর্থ্য
ভাগিরথি	ভাগীরথী
দৌরাত্ম	দৌরাত্ম্য
জ্বাজ্বল্যমান	জাজ্বল্যমান

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সমীরন	সমীরণ
ব্যাস্ত	ব্যস্ত
ব্যাগ্র	ব্যগ্র
ব্যধি	ব্যাধি
নিশিথ	নিশীথ
নিশিথিনি	নিশীথিনী
শশান	শ্মশান
মনিষী	মনীষী
ছাত্র ছাত্রীগণ	ছাত্রছাত্রী
কৌতুহল	কৌতূহল
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
সমীচিন	সমীচীন
সুপারিস	সুপারিশ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গরিয়সী	গরীয়সী
মূহুর্ত	মুহূর্ত
মরিচিকা	মরীচিকা
জীবীকা	জীবিকা
ষ্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম
শ্রমজীবি	শ্রমজীবী
আইনজীবি	আইনজীবী
পরজীবী	পরজীবী
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী
স্বামীগৃহ	গৃহস্বামী
স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
দারিদ্রতা	দারিদ্র্য / দরিদ্র
প্রাত্যাহিক	প্রাত্যহিক
মরুদ্যান	মরূদ্যান

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনস্তত্ত	মনস্ত্ব
শ্বাশত	শাশ্বত
রামায়ন	রামায়ণ
মনকষ্ট	মনঃকষ্ট
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
খুন্নিবৃত্তি	ক্ষুন্নিবৃত্তি
স্বরস্বতী	সরস্বতী
আকাঙ্খ	আকাঙ্ক্ষা
বাল্মিকী	বাল্মীকি
নিরিহ	নিরীহ
অতিত	অতীত
বিশ্বস্থ	বিশ্বস্ত
অত্যাধিক	অত্যধিক
সৌহার্দ	সৌহার্দ্য

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সন্ন্যাসি	সন্ন্যাসী
হরিতকি	হরীতকী
অবতরন	অবতরণ
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
অদ্যবধি	অদ্যাবধি
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
সুপ্তিক	সৌপ্তিক
পুন্যাহ	পুণ্যাহ
সহযাোগীতা	সহযাোগিতা
মুহুর্মুহু	মুহুর্মুহু
কলংকিত	কলঙ্কিত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ততক্ষণাৎ	তৎক্ষণাৎ
তফাৎ	তফাত
নগন্য	নগণ্য
জ্বরাজীর্ণ	জরাজীর্ণ
পিচাশ	পিশাচ
উজ্জল	উজ্জ্বল
প্রজ্জলিত	প্রজ্বলিত
যোদ্ধাগণ	যোদ্ধাগণ
ধুলিস্যাৎ	ধূলিসাৎ
উচিৎ	উচিত
উপরোক্ত	উপযুক্ত
উচ্ছাস	উচ্ছাস

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উপনিবেশিক	ঔপনিবেশিক
উশৃঙ্খল	উচ্ছল
উল্লেখিত	উল্লিখিত
একাকি	একাকী
আম্পদ	আস্পদ
গোস্পদ	গোষ্পদ
জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান
নির্ণিমেষ	নির্নিমেষ
বিদ্রুপ	বিদ্রুপ
বুভূক্ষু	বুভুক্ষু
বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গার্হস্থ	গার্হস্থ্য
খেলাোয়ার	খেলোয়াড়
গড্ডালিকা	গড্ডলিকা
কাঁচ	কাচ
কিংবদন্তি	কিংবদন্তী
কেরাণী	কেরানি
কোনক্রমে	কোনাোক্রমে
কল্যান	কল্যাণ
গোষ্ঠি	গোষ্ঠী
অসুয়া	অসূয়া
অন্তেষ্টিক্রিয়া	অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
ডাইনী	ডাইনি
দুষ্কৃতিকারী	দুষ্কৃতকারী
ঠাকুরন	ঠাকরুন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঝাড়া পাতা	ঝরা পাতা
তোড়ন	তোরণ
ত্যাক্ত	ত্যক্ত
তিরষ্কার	তিরস্কার
ঢেরস	ঢেঁড়স
দুরুহ	দূরুহ
দুষণীয়	দূষণীয়
ধূর্ত	ধূর্ত
কেবলমাত্র	কেবল
কৌতূক	কৌতুক
কর্মসূচী	কর্মসূচি
গ্রহস্থ	গৃহস্থ
কাচা	কাঁচা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘ্রান	ঘ্রাণ
জিবীকা	জীবিকা
ছত্রছায়া	ছত্রচ্ছায়া
চীকিরষা	চিকীর্ষা
টানাপোরেন	টানাপোড়েন
ডাষ্টার	ডাস্টার
দন্দ্ব	দ্বন্দ্ব
দূস্পাপ্য	দুষ্পাপ্য
দুরাবস্থা	দূরবস্থা
পৌনপৌনিক	পৌনঃপৌনিক
পোষাক	পোশাক
প্রনয়	প্রণয়
ব্যাভিচার	ব্যভিচার
ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মাতাজাতি	মাতৃজাতি
মনযোগ	মনোযোগ
মিতালী	মিতালি
বিলাসীতা	বিলাসিতা
ভ্রাম্যমান	ভ্রাম্যমাণ
ভনিতা	ভণিতা
বাশী	বাঁশি
বন্টন	বণ্টন
হিনমন্যতা	হীনমন্যতা
শ্রাবন	শ্রাবণ
শষা	শসা
রেঁনেসা	রেনেসাঁ
সন্ধা	সন্ধ্যা
স্বাক্ষরতা	সাক্ষরতা
সামীসেবা	স্বামীসেবা

গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

- পদাশ্রিত নির্দেশক টি ব্যবহারে ই-কার হবে। যেমন:- লোকটি, কাজটি, ছেলেটি, বইটি ইত্যাদি।

- সমাসবদ্ধ পদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন:-অদৃষ্টপূর্ব, পূর্বপরিচিত, জটিলতামূলক, জ্ঞানাসিন্ধু, সংবাদপত্র, সংযতবাক ইত্যাদি।

- গুণ, সংখ্যা বা দূরত্ব বাচক বিশেষণ পদ সবসময় আলাদা বসবে। যেমন:- এক জন, দুই দিন

- সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে 'কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন:- কী করছ? এটা কী বই? কী করে বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী?

- অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই - কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমনঃ রহিম কি এসেছিল?

- যে প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বা না উত্তর দেয়া যায় সেক্ষেত্রে কি হবে। হ্যা বা না উত্তর দেয়া না গেলে কী হবে।

- শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বর (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন:- গাং, ঢং, পালং, রং সং ইত্যাদি।

- লেখক ও কবি নিজেদের নামের বানান যেভাবে লেখেন বা লিখতেন, সেভাবেই লেখা হবে। যেমন:- শামসুর রাহমান, হুমায়ূন আহমেদ, হুমায়ুন আজাদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, জসীমউদ্‌দীন, মনীর চৌধুরী।

- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সংস্কৃত শব্দের বানান অবিকৃত ও অপরিবর্তিত থাকবে। যেমনঃ চন্দ্র, সুর্য ইত্যাদি।

- যে সব তৎসম শব্দে বা ঈ এবং 'উ' বা 'ঊ' উভয়ই শুদ্ধ সেইসব শব্দে 'ই' এবং 'উ এবং এদের কার চিহ্ন ব্যবহৃত হবে। যেমনঃ পদবি, শ্রেণি, কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, যুবতি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা ইত্যাদি।

- রেফের পর কোথাও ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন:- শর্ত, সূর্য, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, কর্তা, কার্তিক, কার্য, ধর্ম, ধৈর্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, মাধুর্য, মার্জনা, জর্দা, কার্যালয় ইত্যাদি।

- দেশ, জাতি ও ভাষার নামের ক্ষেত্রে ই/উ লিখতে হবে। যেমন:- ইংরেজি, ফারসি, দেশি, বাঙালি ইত্যাদি। তবে ঈগয় প্রত্যয় যুক্ত থাকলে ঈ-কার হবে। যেমন: এশীয়, অস্ট্রেলীয়, আরবীয়, ভারতীয়, ইউরোপীয় ইত্যাদি। ব্যতিক্রম: চীন, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ।

- অন্তে কোনো বিসর্গ থাকবে না। যেমন:- প্রথমত, প্রধানত, প্রায়শ, পুনঃপুন, বস্তুত, মূলত, সাধারণত ইত্যাদি।

- তদ্ভব, দেশি, বিদেশি এবং মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার চিহ্ন ব্যবহৃত হবে।

- স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও ই এবং উ এবং এদের কার চিহ্ন ব্যবহৃত হবে। যেমন: ওকালতি, কেরামতি, খুশি, গোয়ালিনি দারি, চাচি, চুরি, টুপি, তরকারি, দাড়ি, দিঘি, পাগলি, বেআইনি, মাসি।

- নিশ্চয় অর্থে ব্যবহৃত ই প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার না বসে পূর্ণবর্ণ বসে। যেমন: আজই, ফালাই

- তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' ব্যবহৃত হবে।

- তৎসম শব্দের বানানে ষ' ব্যবহৃত হবে।

- ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি S বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং sh, sion, ssion, tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন: কমিশন (Commission)

- সমাসবদ্ধ পদে ই কার বসে। যেমন:- মন্ত্রীর সভা = মন্ত্রিসভা, প্রাণীর জগৎ = প্রাণিজগৎ ইত্যাদি।

- বাংলায় প্রচলিত জ এবং য' বর্ণ যুক্ত বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন: কাগজ, জাহাজ, হাজার বাজার। কিন্তু ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে য ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত। যেমন: আযান, ওযু, কাযা, নামায, ইত্যাদি।

- আলি এবং অঞ্জলি প্রত্যয় যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন:- গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, অর্ঘ্যাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, খেয়ালি, বর্ণালি, রূপালি, মিতালি, হেঁয়ালি ইত্যাদি।

- ক্রিয়াপদের বানানের পদান্তে ও-কার উচ্চারিত হলেও লেখা আবশ্যিক নয়। যেমন:-করব, বলব, খাব, পড়ব, যাব, নামব, হল ইত্যাদি। আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'ও-কার যুক্ত করা হবে। যেমন:- করানো, বলানো, পড়ানো, ইত্যাদি।

- নাই, নেই, না, নি এই নঞর্থক অব্যয় পদগুলো শব্দের শেষে যুক্ত না হয়ে পৃথক থাকবে। যেমন:-বসে নাই, যায় নি, পাব না।

- দু / দূ দিয়ে শব্দ গঠিত হলে কেবল দূরত্ব (Distance) বা দূরের কিছু বুঝাতে দূ" বসে, অন্য সব জায়গায় দু" বসে। যেমন: দূত দূরদর্শন, দূরদৃষ্টি (দূরের দৃষ্টি), দুরদৃষ্ট (মন্দভাগ্য), দূরদর্শী, দূরীকরণ, দূরীভূত, দূরান্ত (দূরের অন্ত), দুরন্ত (চঞ্চল), দুরবস্থা,

- কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন:- গাভী, শ্রীমতী, নারী, বান্ধবী।